ISSN 2393-[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত
উত্তরবঙ্গের মননঋদ্ধ বাংলা ত্রৈমাসিক

# কিরাত ভূমি ৩২



XXXII বর্ষ (বত্রিশ)
১৪২৫ /2018

বর্ষা সংখ্যা
৪ নং

সম্পাদক : ড. সুজিত ঘোষ ■ সুমন রায়

উত্তরবঙ্গের মনন ঋদ্ধ বাংলা ত্রৈমাসিক

# কিরাত ভূমি

ISSN2393-9214

:: প্রচ্ছদ ::

সুমন রায়

:: বর্ণ-সংস্থাপন ::

সঞ্জয় সরকার

দেশবন্ধু নগর, পান্ডাপাড়া কলোনী, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১

চলভাষ ঃ ৯৭৩৩৩০২৩৭৩

:: মুদ্রক ::

শ্রী মা প্রিন্টার্স

হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০১

চলভাষ ঃ ৯৬০৯৯ ০৪৪৬৬

:: চলভাষ ::

৯৮৩২৪৮৬৩৫৫

৯৪৩৪৪২৩৬৭১

:: E-mail ::

sanjoysarkarjpg@gmail.com

gsuman.roy@gmail.com

sujitmrin@rediffmail.com

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, কিরাত ভূমির নয়।

:: মূল্য ::

১০০ টাকা

# চা-বাগিচার কথাকার - প্রসঙ্গ সরিৎ ভৌমিক

ড. শেষাদ্রি বসু

বাগিচা শিল্প হিসাবে চায়ের আত্মপ্রকাশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে, ঔ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু চা-শিল্প কেন্দ্রীক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতের গবেষণাধর্মী মূল্যায়নের বিলম্বিত আত্মপ্রকাশের অন্যতম কারণ যে ঔপনিবেশিক আমলে চা শ্রমিকদের তুলনামূলকভাবে স্তিমিত আন্দোলন, তাতে সন্দেহ নেই। গবেষণাধর্মী মনন এবং অনুসন্ধান আর্থ রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটও স্পর্শ করে।

চা-শ্রমিক সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটান ব্রাহ্মরা। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময় থেকে তদানীন্তন বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে আসামের চা-বাগিচায় নিযুক্ত শ্রমিকদের দুর্দশানামা প্রকাশিত হয়। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি শোষিত ও পীড়িত চা-শ্রমিকদের কাহিনী জনসমক্ষে আনেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন কিভাবে আসামের চা-মালিকদের পক্ষে একতরফাভাবে আদালতের রায়দান হচ্ছিল। ভারতসভা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে আসামে চা-শ্রমিকদের শোষণ সম্পেকে আরও সুনির্দষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য আসামে প্রেরণ করে। দ্বারকানাথ জীবন সংশয়ে রেখে, আত্মগোপন করে বিভিন্ন চা-বাগানে সরজমিনে তদন্ত করে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত করেন 'সঞ্জীবনী'তে। তিনি 'Slavery in British Dominion' শীর্ষক ১৩ টি প্রবন্ধ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ থেকে এপ্রিল ১৮৮৭ পর্যন্ত প্রকাশিত করেন 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায়। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন উৎসাহব্যঞ্জক বার্তা পাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে নিদান দিয়ে দেওয়া হয় চা-শ্রমিকের ওপর উৎপীড়ন প্রাদেশিক সমস্যা।

ঔপনিবেশিক আমলে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি নিয়ে চর্চা জায়মান দশায় ছিল। তাই চা নিয়ে চর্চার গবেষণাও ব্রাত্যদশায় ছিল। মূলতঃ ষাটের দশক থেকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের বহুমাত্রিক ফল্গুধারায় যে স্রোত আরম্ভ হল, তার অঙ্গ হিসাবে চা-গবেষণার নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হল। জলপাইগুড়ি শহরের চা-শিল্পপতি বীরেন্দ্র ঘোষের 'The Development of Tea Industry in the District of Jalpaiguri (1869-1968),, কে. কে. চক্রবর্তী, প্রীতিনিধান রায়,